অপরাধী সংশোধন
ও
পুনর্বাসন সমিতি

নমুনা গঠনতন্ত্র

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

Scanned by CamScanner

নমুনা গঠনতন্ত্র
অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি
(Sample Constitution of the Association for Correction and Rehabilitation of Offenders)

১. **পটভূমিঃ**

অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। এটা সমাজ ও আইনের চোখে অন্যায়। তাই উন্নত দেশসমূহে অপরাধীদের বিচার করে তাদের শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি প্রবেশনের মাধ্যমে সংশোধনের বিধান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। শাস্তি নয়, সংশোধনই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তাই আধুনিক চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ অপরাধীদের শাস্তির পরিবর্তে গঠনমূলক সংশোধনীর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ ধ্যান ধারনার উপর ভিত্তি করেই প্রবেশন কার্যক্রমের উৎপত্তি হয়েছে। যারা প্রথম বারের মত অপরাধ করে এবং যাদের লঘুদন্ডে দন্ডিত করা হয়, সে সকল অপরাধীর শাস্তি স্থগিত রেখে প্রবেশন কর্মকর্তার আওতায় এনে তাদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিচারাধীন আসামী যারা আইনী সহায়তা গ্রহণে অক্ষম তাদের আইনী সহায়তা প্রদান, নিরাপদ হেফাজতীদের নিরাপত্তাসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান, সাজা প্রাপ্ত জেল কয়েদীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই এ সমিতির মূল লক্ষ্য।

১৯৬০ সালে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স জারীর (১৯৬৪ সালে সংশোধিত) মধ্য দিয়েই এ দেশে এ কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারী উদ্যোগের সাথে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় প্রবেশন কার্যক্রমকে ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে "অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় সমতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু একটি অভিন্ন গঠনতন্ত্র না থাকায় বিভিন্ন জেলায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। বিষয়টি বিবেচনায় এনে একটি অভিন্ন নমুনা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে* । যা নিম্নরূপঃ

২. সমিতির নাম ঃ অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি (Association for Correction & Rehabilitation of Offenders)

৩. ঠিকানা ঃ ..... জেলা।

৪. সমিতির কার্য এলাকা ঃ সমিতির কার্য এলাকা সমগ্র ..... জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ঃ

ক) সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণ সমূহ নির্ণয়পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

খ) অপরাধীদের সংশোধনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

গ) অপরাধীদের পিতা/মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দূর করে সহানুভূতিশীল হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ) সভা, আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধের কারণ নির্ণয় ও অপরাধের প্রতি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

ঙ) সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

---

* [প্রয়োজনে স্থানীয় চাহিদা মতে নমুনা গঠনতন্ত্রের ধারা/উপ-ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা যাবে]

Scanned by CamScanner

চ) অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত করে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ছ) আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হতে বঞ্চিত তাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

জ) প্রবেশনে মুক্তিপ্রাপ্ত অপরাধীকে পুনর্বাসন সমিতি হতে এককালীন অনুদান বা সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

ঝ) কারাগারে অবস্থানরত অপরাধীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও পরিবারের সাথে অপরাধীর সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা দান, যাতে করে মুক্তির পর তার পরিবারে ফিরে যাবার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

ঞ) কারাগারে অবস্থানরত অপরাধীদের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সাধারন শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষাসহ যুগোপযোগী বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ট) অপরাধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ এবং কাজের সমন্বয় সাধন।

ঠ) সংবাদ পত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার এবং অপরাধের পরিনতি সম্পর্কে অপরাধীসহ সকলকে সচেতন করা।

৬। সদস্যঃ

৬.১ সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

কার্য এলাকায় বসবাসকারী কমপক্ষে ১৮ বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক যে কোন পুরুষ/মহিলা যিনি অপরাধীর কল্যাণ সাধনে আগ্রহী এবং সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী তিনি অত্র সমিতির সদস্য পদ লাভের আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হলে নির্ধারিত ভর্তি ফি ও চাঁদা প্রদান করে সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

৬.২ সদস্যদের শ্রেণী বিভাগঃ

এ সমিতিতে দুই প্রকার সদস্য থাকবেঃ

ক) সাধারন সদস্য

খ) আজীবন সদস্য

৬.৩ সদস্যদের ভর্তি ফি ও সদস্য চাঁদাঃ

সাধারন সদস্যঃ সাধারন সদস্য পদের জন্য ভর্তি ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা এবং বার্ষিক চাঁদার পরিমান ১২০/- (একশত বিশ) টাকা। সময়ের সাথে সংগতি রেখে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য চাঁদার পরিমান পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে। সাধারন সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্ধারিত পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

৬.৪ আজীবন সদস্যঃ

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী হয়ে যে কোন ব্যক্তি এককালীন ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা চাঁদা দিয়ে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। সাধারণ সদস্যদের ন্যায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

Scanned by CamScanner

৬.৫ সদস্য পদ বাতিলঃ

ক) কোন সদস্যের এক বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে।

খ) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে।

গ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

ঘ) কোন সদস্য পাগল/দেউলিয়া হলে বা আদালত কর্তৃক দন্ড প্রাপ্ত হলে।

ঙ) কোন সদস্য সমিতির স্বার্থ বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে জড়িত হলে এবং তা তদন্তে প্রমানিত হলে।

চ) কোন সদস্যের এ সংস্থায় চাকুরী হলে।

৬.৬ বাতিলকৃত সদস্য পদ পুনঃ লাভঃ

ক্রমিক নং ৬.৫ এর (খ), (ঘ) এবং (ঙ) ব্যতীত অন্যান্য যে কোন কারণে সদস্য পদ বাতিল হলে সে সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা করে সভাপতি কিংবা সাধারন সম্পাদকের নিকট সদস্য পদ পুনঃলাভের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং তা অনুমোদিত হলে পুনঃভর্তি ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা এবং বকেয়া সহ চাঁদা পরিশোধ করে বাতিলকৃত সদস্যপদ পুনঃ লাভ করা যাবে।

৭. সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সংস্থার ২ (দুই) টি পরিষদ থাকবে। যথাঃ

ক) সাধারন পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

৭.১ সাধারন পরিষদঃ সাধারন সদস্য ও আজীবন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এ পরিষদের ক্ষমতা নিম্নরূপঃ

ক) প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

খ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট অনুমোদন করা।

গ) দুই-তৃতীয়াংশ সাধারন সদস্যের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

ঘ) সংস্থার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঙ) যে কোন সংকট মুহুর্তে এ পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

৭.২ সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাধারন পরিষদ কর্তৃক প্রতি ২ (দুই) বছরের জন্য ৭ হতে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে (একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নমুনা কাঠামো প্রদত্ত হল। যেখানে এই সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে সেক্ষেত্রে নির্বাহী সদস্যের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে কমিটি গঠন করতে হবে)।

Scanned by CamScanner

৭.৩ কার্যনির্বাহী কমিটিঃ

১।	সভাপতি	ঃ	১ (এক) জন (পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক)
২।	সহ-সভাপতি	ঃ	৩ (তিন) জন ক) পিপি (সংশ্লিষ্ট জেলা)। খ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট জেলা গ) তত্ত্বাবধায়ক, কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার (সকলেই পদাধিকার বলে)।
৩।	সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন (পদাধিকার বলে প্রবেশন অফিসার)।
৪।	সহ-সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
৫।	আইন সহায়তা সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন (জেলা আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধি পদাধিকার বলে)।
৬।	কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
৭।	নির্বাহী সদস্য	ঃ	৭ (সাত) জন (নির্বাচিত)।
	মোট	ঃ	১৫ (পনের) জন।

৭.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য সাধারন পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির নতুন সদস্য ভর্তির ব্যবস্থা করবে এবং সদস্য পদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে যথাসময় সাধারন পরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে।

ঙ) অনুমোদিত বাজেটের আওতায় এ পরিষদ নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

চ) নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

ছ) সকল প্রকার সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করবে।

জ) সমিতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৭.৫ কার্যকরী পরিষদের মেয়াদঃ কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর।

৭.৬ বর্ষ ঃ ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কে বছর হিসেবে গণনা করা হবে।

৮. সাব-কমিটি গঠনঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

৯. **কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ**

৯.১ সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

ক) সভাপতি সমিতির সাংবিধানিক প্রধান। সভাপতি সমিতির সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের উভয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) তিনি সম্পাদকের মাধ্যমে উভয় পরিষদের সভা আহ্বান ও মুলতবী করতে পারবেন।

গ) তিনি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রুলিং দিতে পারবেন।

ঘ) তিনি সমিতির উন্নতি ও সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং এ বিষয়ে সম্পাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন।

ঙ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা দিলে ভোটের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে। সেক্ষেত্রে উভয় দিকে সম সংখ্যক ভোট হলে তিনি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করে তার মীমাংসা করবেন।

চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সাধারন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.২ সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (জ্যেষ্ঠতম) তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) অন্যান্য সময় তিনি সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৯.৩ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) জেলায় নিয়োজিত প্রবেশন অফিসার পদাধিকার বলে সম্পাদক হবেন।

খ) তিনি সভাপতির সংগে পরামর্শক্রমে উভয় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

গ) তিনি উভয় পরিষদের অনুষ্ঠিত সভাসমূহের কার্যবিবরণী লিখবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সম্পাদক/সদস্যদের সহযোগিতায় উভয় পরিষদের সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

ঙ) তিনি সমিতির সকল প্রকার সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

চ) সমিতির সকল রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ করবেন।

ছ) তিনি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সহিত পত্র যোগাযোগ করবেন।

জ) সমিতির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে তিনি নিবিড় তত্ত্বাবধান করবেন।

ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি সমিতির পক্ষে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ও দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাবসহ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

ঞ) বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী করে সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুমোদনের জন্য সাধারন পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

ট) কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে তিনি বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন তৈরী করে সাধারন পরিষদ সভায় পেশ করবেন।

৯.৪ আইন বিষয়ক সম্পাদকঃ

ক) তিনি বিচারাধীন আসামীদের আইনী সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

Scanned by CamScanner

৯.৫ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) তিনি সমিতির আয় ও ব্যয় এর হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

খ) সংগঠনের জন্য চাঁদা আদায় করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

গ) আয়, ব্যয় ও বাৎসরিক হিসাব বিবরণী এবং বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং সম্পাদকের অনুমতিক্রমে তা সাধারন পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ঘ) অডিট কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৯.৬ কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।

খ) সমিতি তথা প্রবেশন কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রচারণা, পোষ্টারিং ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ) কোন ক্ষেত্রে সাব-কমিটি গঠিত হলে তারা অগ্রাধিকার পাবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন।

১০. সভা আহ্বানঃ

প্রতি ৩ (তিন) মাস পর পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং বৎসরান্তে সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সভাপতির সম্মতিক্রমে সম্পাদক যে কোন সময় যে কোন সভা আহ্বান করতে পারবেন। জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে।

১১. সভার কোরামঃ

২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে উভয় সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

১২. মুলতবী সভাঃ

কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে একই আলোচ্যসূচীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সভা আহবান করতে হবে। এই সভায় যতজন উপস্থিত হবে তাতেই সভা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন নেই।

১৩. নির্বাচনঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের পদাধিকার পদসমূহ বাদে অন্যান্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ) নির্বাচন সাধারন সভায় হস্ত উত্তোলন পদ্ধতিতে কিংবা মনোনয়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

গ) যদি কোন পদে একাধিক প্রতিদ্বন্দী থাকে সেক্ষেত্রে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ যে সব সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তাদের মধ্যে থেকে এক জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অপর দুই জন সদস্য সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

ঙ) প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চ) নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন, সেভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ছ) নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

Scanned by CamScanner

১৪. **সমিতির আয়ের উৎসঃ**
সরকারী অনুদান, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক দান, সদস্য চাঁদা ইত্যাদি দ্বারা সমিতির তহবিল গঠিত হবে। স্থানীয়ভাবে তহবিল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

১৫. **সমিতির অর্থ ব্যয়ঃ**
ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্তে।
খ) অসচ্ছল জেল ফেরত কয়েদীদের ঋণ ও অনুদান প্রদান।
গ) কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত প্রকল্পে ব্যয়।
ঘ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা।
ঙ) ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রচার ইত্যাদি বাবদ ব্যয়।
চ) অন্যান্য ব্যয়।

১৬. **হিসাব রক্ষণাবেক্ষণঃ**
ক) সমিতির সকল অর্থই সিডিউল ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা থাকবে।
খ) সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনা করতে হবে এবং ব্যাংক হতে যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

১৭. **হিসাব নিরীক্ষাঃ**
সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব বৎসরান্তে সম্পাদক নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা দ্বারা অডিট কার্য সম্পন্ন করবেন। পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বিবরণী সাধারন পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। এছাড়া যে কোন অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করা যাবে।

১৮. **গঠনতন্ত্রের সংশোধনঃ**
সাধারন পরিষদ সভায় ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন করা যাবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা কার্যকর হবে।

১৯. **সমিতির বিলুপ্তিঃ**
সাধারন পরিষদ সভায় মোট সদস্যের ৩/৫ (তিন পঞ্চমাংশ) সদস্যের ভোটে সমিতির বিলুপ্তি ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। সমিতি ভেঙ্গে যাওয়ার পর দায়-দেনা পরিশোধের পরও যদি কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পন্ন অন্য কোন নিবন্ধীকৃত সমিতিকে উক্ত উদ্বৃত্ত বিষয় সম্পত্তি প্রদান করা যাবে। বিলুপ্তির বিষয়ে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

নাম ও স্বাক্ষর
সম্পাদক
অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি
..... জেলা।

নাম ও স্বাক্ষর
সভাপতি
অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি
..... জেলা।

বাঃসঃমুঃ-২০০২/০৩-২০০২ কম(২)—১৫০০ কপি, ২০০২।

Scanned by CamScanner